হৃদয় জানালা

ভালোবেসে সখি নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো তোমার মনের মন্দিরে... না, শুধু মনের মন্দিরে নয়। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালার পাতায়... মনের গভীরে গেঁথে থাকা সব ভালো লাগা ভালোবাসার কথা কিংবা অতল গহ্বরে জমে থাকা কষ্টের কথা...

রুদ্রের হাত ধরে

রুদ্র, আমি বিপ্রতীপ। মানুষ হয়ে ওঠার অহংবোধটা আমি কখনোই সংবরণ করতে পারি না। পারি না বলেই একাকিত্বের তীব্র একটা অনুভূতি বুকের ভেতরটায় বারবার হুহু করে ওঠে। একেবারেই যে আমি একা তা বলবো না। ওভাবে বলতে গেলে কিছু অনুষঙ্গ মানুষের থেকেই যায়।

ক্রমবর্ধমান বয়সের তোপে কিছু সাধ, স্বপ্ন স্বাভাবিকভাবেই ম্লান হয়ে যায়, ফুলে-ফেঁপে ওঠে নিঃসঙ্গতার গহ্বর। একদিন এই যান্ত্রিক পৃথিবীতে অবধারিতভাবে প্রমাণিত হবে যে মানুষকে মানুষ থেকে দূরে ঠেলে দেয় একাকিত্ব, অন্য কিছু নয়।

হৃদয় বন্ধন গড়তে সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই দু'তিন পাতার অব্যবসায়িক উদ্যোগকে আমি বরাবরই সমর্থন জানিয়ে এসেছি। নীরবে বন্ধুদের এতো সমারোহ, এতো আকুলতা দেখে উদ্বেলিত হয়েছি। সবার এতো চাওয়া, না পাওয়ার ভেতর আমি আমাকেই খুঁজে পেয়েছি।

রুদ্র, শুনেছি জীবনটা খুব সুন্দর, বহুমাত্রিক। ব্যাপারটি পরখ করে দেখার বড্ড শখ আমার। অবশ্য সেটা সৌখিনতার অর্থে নয়, বেঁচে থাকার অর্থে। বুকে হাত রেখে বলছি, অমরত্ব চাই না– বন্ধু চাই, বন্ধু। কথার পিঠে কথা সাজিয়ে আর একা থাকতে চাই না। এবার নিজেকে অন্যের বন্ধু ভাবতে চাই।

বিপ্রতীপ শিকদার, ৩৩/৭ রূপনগর আ/এ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

একটু শুনবে কি...

শোন, জানি না সেদিনের আকাশটা কত নীল ছিল। কিন্তু আমার হৃদয় আকাশটা ছিল একটু বেশি গাঢ় নীল। তাই হয়তো সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তুমি আমার ভালোলাগার প্রথম ও একমাত্র মানবী। তোমার মন মাতানো চাহনি, হৃদয় ভোলানো হাসি আমার হৃদয়কে দোলা দেয় প্রতিটি মুহূর্ত। তোমার না সূচক সম্মতি, তোমার অভিমানী মুখটি দেখতেও আমার প্রচন্ড ভালো লাগে। এই যে সেদিন তুমি বললে, 'আমি এখন কোনো কথাই শুনবো না'। আমার যে কি অসম্ভব ভালো লেগেছিল তা বোঝাতে পারবো না। হয়ত এটাই ভালোবাসা। কিন্তু তুমি বোঝ কি বোঝ না তা আমার অজ্ঞাত। তুমি কি জানো, তোমার একটু সম্মতি আমার জীবনকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেবে? আমার হৃদয় মাঝে যে অনেক কথা লুকিয়ে আছে আর না বলার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তুমি কি একটি বার আমার কথা শুনবে না? তোমার নীরবতা কি কখনই ভাঙবে না? যদি তুমি এবার নীরব থাকো তবে বুঝবো তোমার নীরবতাই সম্মতি। তাই গানের ভাষায় বলতে চাই–

হয়ত কিছুই নাহি পাবো/ তবুও তোমায় আমি দূর হতে/ ভালোবেসে যাবো।

মোঃ রাসেদুজ্জামান (সুমন), বঙ্গবন্ধু হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মানসী হবে তবে এসো

দুপুর রাত। গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন আমি। ঘুমের ঘোরে দেখছি শ্রাবণের সন্ধ্যাবেলায় নির্জন দ্বীপে আমি একা নিশ্চুপ বসে আছি দু'হাতের ওপর মাথা রেখে। এরই মাঝে শুরু হলো অকস্মাৎ আকাশ ভেঙে মেঘের গর্জন। মুহূর্তেই অঝোর ধারায় বৃষ্টি, দমকা হাওয়া, বিদ্যুতের ঝলকানি, কান ফাটানো বজ্রপাতের শব্দ নির্জন দ্বীপটাকে আরো ভয়াল করে তুললো। সাগরের বিশাল ঢেউগুলো আছড়ে পড়তে থাকল সৈকতে। মাঝে মাঝে প্রায় আমাকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল। এক সময় ঝড় থেমে গেল, সাথে কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো 'আমার হাত ধরে সাম্পানে উঠে এসো'। চোখ তুলে তাকাতেই দেখলাম একটা সাম্পান ঢেউয়ে ঢেউয়ে কখন যেন আমার সামনে এসে থেমেছে। আপনি কে? জিজ্ঞেস করতেই খিল খিল করে হেসে বলল, 'আমাকে চেন না!, আমি মৎস্য কুমারী মানসী'। সাম্পানে ঘুরে বেড়ানো হল নীল সাগরে, জোছনা রাতে জোয়ার-ভাটা দেখা হলো, খোলা হাওয়ায় মানসীর এলো চুলে তার মুখ ঢেকে যাচ্ছিল। ঢেউয়ের ওপর জোছনা যেন রুপালি মাছ বা মুক্তার দানা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এখনও ঝড় ওঠে, বৃষ্টি হয়, মেঘের গর্জনকে সঙ্গী করে ধোঁয়া কুন্ডলী পাকায়, জেগে থেকেও মনে হয় নির্জন দ্বীপেই আছি। হৃদয় জানালায় লিখলাম কিন্তু আমার হৃদয় জানালা মরিচা পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে সেই কবে। নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা আর একাকিত্ব আজ আমার নিত্য সঙ্গী। জানি ভোর হবে। রাত পোহাবে কিন্তু আমার জন্য কোনো সুখকর বারতা আসবে না।

তৌহিদ, ২০৮/এ, এম.এইচ.হল, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, Phone-411

কষ্টের মধ্যে বসবাস

এত কষ্ট বয়ে বেড়ানোর মত বিশাল জায়গা কি আছে হৃদয়টায়? এমন কোনো সমুদ্র নেই, এমন কোনো দিগন্ত নেই যেখানে কষ্টগুলো ছুঁড়ে ফেলা যায়। কাউকে কি ধারও দেওয়া যায় না? একদিন কিংবা এক মুহূর্তের জন্য?

দু'দিন ঘুরে দেখতাম সুখের শহরটা কেমন। সুখগুলোকে স্পর্শ করতাম না, শুধুই তাকিয়ে দেখতাম আর অনুভব করতাম। তা কি কখনো হয়! কষ্টরা আমার মায়ায় পড়েছে বাঁধা, ওরা আমায় ছেড়ে যাবার নয়।

রিয়া, রাজশাহী

কোটি কোটি সেকেন্ড

প্রিয় মানুষের ছোঁয়া বঞ্চিত পঁচিশ কোটি সাতাশ লাখ আঠার হাজার পঁয়ষট্টি সেকেন্ডের জীবন। একমুঠো টেনশন, আর দীর্ঘ সময়ের অস্থিরতা ছাড়াও পেয়েছি মা-বাবা ভাই-বোনদের অফুরন্ত ভালোবাসা। তারপরও চাই একটি সুন্দর সফল হৃদয়ের ছোঁয়া, একটি সরল নারীর মন আর গভীর রজনীতে জ্যোৎস্না রাতের কিছুটা সময়।

সৌরভ, প্রযত্নে : রাশেদ, একতা প্রিন্টার্স, খানকাহ্ শরীফ মার্কেট, দেওয়ানবাড়ি পুকুর পাড়, বান্দরবান বাজার, বান্দরবান

নিঃসঙ্গ আমি

জীবনের অনেকটা পথ আমি পেরিয়ে এসেছি। একা এবং নিঃসঙ্গ। আমার আশপাশে শুধু ছায়া। সেই ছায়াটি আমার নিজের এবং একান্ত নিজেরই। কখনো প্রয়োজন পড়েনি কারো সাহায্য ও সহযোগিতার। প্রায়ই ভাবতাম, আমি একাই চলতে পারবো। কিন্তু হেরে গেছি আমি আমার নিজেরই কাছে। আজ মনে হচ্ছে, চলার পথে আমারও একজন নির্ভরযোগ্য সঙ্গীর প্রয়োজন। যার মাঝে খুঁজে পাব অনেক কিছুই। সুন্দর মন আর সতেজ আবেগ। আছেন কি এমন কেউ?

অবন্তি, প্রযত্নে : রুমানা ইতি, ব-২০, দক্ষিণ বাড্ডা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

নাটোরের ঝরাকে বলছি...

মানব জীবনে হাজারো ঘটনা ঘটে। তাই বলে মানুষকে ভেঙে পড়লে চলবে কেন। তোমার জীবনে ঝড় এসেছিল, আবার তা চলে গেছে। ঝড় শেষে ভোরের সূর্য একদিন তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। তাই বলে প্রবাস জীবন! সে বড় কষ্টের। বাবা নেই। মায়ের একমাত্র সন্তান আমি। মাস্টার্সে ভর্তি হয়ে পড়া আর হলো না। এক বুক বিতৃষ্ণা নিয়ে শান্তির খোঁজে প্রবাসে পাড়ি জমাই । কিন্তু এখানে কি শান্তি আছে? নেই। অচেতন মনে বার বার ভেসে ওঠে আমার বাংলা মায়ের মুখ । সবুজ-শ্যামল মাঠ-ঘাট, নদী-নালা আমায় হাতঝানি দিয়ে ডাকে। না হয় কাটিয়ে দিলাম একলা জীবন তবু ফিরে যাব বাংলার বুকে। কারণ আমি মনে-প্রাণে বাঙালি। জানি তোমার যোগ্য আমি নই। তবু সমব্যথী হয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালাম। এসো বন্ধু হয়ে আমরা আমাদের দুঃখগুলো ভাগ করে নেই। সুখ খুঁজি বাংলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে।

Abul Khair (Kalam), C/o : Mohe Udden, Alharibe Rustorint, Post Box No-2753, Al-Nemaran-21952, Al-Qun Fudah, K.S.A

চিরকুট

বন্ধুত্বের আহ্বান

'বন্ধুত্ব হলো আকাশের মতো, কেবলমাত্র মুক্তমনা পাখিরাই সেখানে ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়।' আপনি যদি নিজেকে মুক্তমনা, প্রগতিশীল ও সংস্কৃতিমনা ভেবে থাকেন তবে লিখুন।

তবে লেখার সাথে অবশ্যই ঠিকানা লিখবেন। বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করে উত্তর লেখার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। 'সুন্দর' থাকুন।

অসীম, ৩০৮, শাহ মখদুম হল/এস এম হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

কে হবে বন্ধু আমার?

জীবনের অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি। এই পথ পেরোনোর মাঝে অনেক কিছু পেছনে ফেলে এসেছি। জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি আবার অনেক কিছু পাইনি। এই না পাওয়ার মধ্যে একটি হলো পত্রমিতা, বন্ধু-বান্ধবী বা বন্ধুত্বের ছোঁয়া। ছাত্র জীবনে বন্ধু সবারই থাকে। আমারও ছিলো এবং আছে। নেই শুধু পত্রমিতা, বন্ধু-বান্ধবী বা বন্ধুত্বের ছোঁয়া। এই পত্রমিতা, বন্ধু-বান্ধবী বা বন্ধুত্বের ছোঁয়া পেতে বা বন্ধুত্বের রঙ দেহে মাখার জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর আশ্রয় নিলাম। কেউ কি দেবে আমার দেহে বন্ধুত্বের রঙ মেখে বা বন্ধুত্বের চাদর পরিয়ে? স্কুল-কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলে-মেয়ে যে কেউ যে কোনো জেলা সদর থেকে লিখতে পারো। বন্ধুত্বের গালিচা বিছিয়ে রাখলাম তোমাদের জন্য। 'তবে বন্ধু নৌকা ভিড়াও মুছিয়ে দেবো দুঃখ জ্বালা।'

রোমিও, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হোটেল পানামা, সদর রোড, পটুয়াখালী-৮৬০০

ভালোবাসা চাই

আমার জীবনটা বড় নিঃসঙ্গ, বড় একা, এ একাকিত্ব আমাকে প্রতিনিয়ত দংশন করে। সারাদিন কাজ করে যখন রুমে ফিরি, তখন নিজেকে খুবই অসহায় মনে হয়। তাই আমার একাকিত্ব ঘোচাতে একজন ভালোবাসার মানুষের প্রয়োজন। যার পরশে তপ্ত মরুর বুকে বইবে সুশীতল হিমেল হাওয়া। লিখবেন কি কেউ আমাকে?

Harun Mehedee, Sir June co Ltd., 602-7, Sunggok-Dong, Ansan City, Kyungki-Do, South Korea, Phone No-019-8182115

চেয়ে আছি পথ পানে তার...

আমি এবার এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছি। ইচ্ছে করে সমুদ্রকে দেখতে, যা আজও দেখা হয়ে ওঠেনি। ভালো লাগে গান করা, টিভি দেখা, ঘর গোছানো আর খুব ভালো মনের একজন মানুষকে খুব কাছ থেকে অনুভব করতে, যাকে বলা যায় মনের সব কথা। যার হাত ধরে চলতে পারবো আমার ভবিষ্যতের দিকে।

যার থাকবে না কোনো লোভ-লালসা এবং হতে হবে অবশ্যই মুক্তমনা ও বিশ্বাসী। আমার বিশ্বাস আমার প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০-এর মাধ্যমে আমি তাকে অবশ্যই খুঁজে পাবো। আগ্রহীরা ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ লিখুন অবশ্যই উত্তর পাবেন।

মুন, ঢাকা

অপেক্ষার প্রহর

আমার অন্ধকার আর আমার আলো দুটোতেই ভেজাল, আমি তো কখনো অবিশ্বাসের নিঃশ্বাস ফেলিনি! তবু বিষাক্ত হাওয়া আমায় আঁকড়ে ধরতে চায়। তবুও একটা স্বচ্ছ নদী চাই আমি অতঃপর এক পানসী। কোথাও ভেসে যাব সমস্ত হিসাবের বাইরে নয়তো একখন্ড মেঘ এই বুকের মধ্যে জমুক, আমি আকাশ হব। কোথাও কোনো দিন একটা পাখির পালক কুড়িয়ে পেলে আমি তাকে যত্ন করে তুলে নেব। হয়তো কোনোদিন এই পাখিটা ভুল করে আমার জানালায় এসে দাঁড়াবে, হয়তো বা নয়। তবুও এই হৃদয় অপেক্ষায় থাকে কবে পাবো সেই একটা পাখির পালক?

আয়েশা, রাজশাহী

একটি চিঠি কি পাবো

বন্ধুত্ব আমাকে বরাবরই আকৃষ্ট করে। কিন্তু ক্যাডেট কলেজের বন্দী জীবনে অচেনা কারো সাথে বন্ধুত্ব করা হয়ে ওঠে না। আর এ জন্যই সাপ্তাহিক ২০০০-এর উদ্দেশে আমার এ লেখা। এর মাধ্যমে বরিশালের ধিয়া, ঢাকার রুমানার মত বুদ্ধিমতী কিংবা খোলা মনে যে কেউ লিখতে পার। আমার ঠিকানা দেখে হয়ত বা ভাবছ কলেজের ঠিকানা দিলাম না কেন? কিছু কিছু সমস্যা থেকে যায় যা কেবল চিঠির মাধ্যমেই লেখা যায়। তাই আমি কি সেরকম সুন্দর মনের অধিকারী কারো কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করতে পারি?

রিপন,
প্রযত্নে : আবুল হাশিম প্রধানীয়া,
ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ,
ময়মনসিংহ